রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মার্চ ২২, ২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৯ মার্চ ২০০৬/২৫ ফাল্গুন ১৪১২

নং ০৬-মুপ্র/অনুপ্র/শ্রকম/০১/০৬— সরকার, কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবন্টন) এর আইটেম ৩০ এর ক্রমিক ৭ ও ১০ এবং মন্ত্রী পরিষদের বিগত ০৩-০৭-২০০০ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত, ইংরেজীতে প্রণীত The Fatal Accidents Act, 1855 এর নিম্নরূপ বাংলা অনুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল ঃ—

"মারাত্মক দুর্ঘটনা আইন, ১৮৫৫

(১৮৫৫ সনের ১৩নং আইন)

নালিশযোগ্য অন্যায় কার্যের ফলে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধানকল্পে প্রণীত আইন

১। নালিশযোগ্য অন্যায় কার্যের ফলে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য মামলা।—যে ক্ষেত্রে কোন অন্যায় কার্য, অবহেলা বা ত্রুটির কারণে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে, এবং উক্ত কার্য, অবহেলা বা ত্রুটি এইরূপ হয় যে, (যদি মৃত্যু না ঘটে) ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ এতদবিষয়ে প্রতিকার এবং ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইত, সেইহেতু আহত ব্যক্তির মৃত্যু সত্ত্বেও এবং যদি উক্ত মৃত্যু এইরূপ অবস্থার পরিপেক্ষিতে সংঘটিত হয় যাহা গুরুতর অপরাধ বা অন্য কোন অপরাধ হিসাবে আইনতঃ গণ্য হয় তাহা হইলে যে পক্ষ মৃত্যু সংঘটিত না হইলেও প্রতিকার বা ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির অধিকারী হইত সেই পক্ষ দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিকার বা ক্ষতিপূরণ মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

এইরূপ প্রত্যেক কার্যধারা বা মামলা কেবল মৃত ব্যক্তির স্ত্রী, স্বামী, মাতা পিতা ও সন্তানের, যদি থাকে, কল্যাণের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হইবে এবং মৃত ব্যক্তির নির্বাহক, প্রশাসক বা প্রতিনিধি কর্তৃক এবং নামে মামলা দায়ের করা যাইবে;

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

এবং অনুরূপ কার্যধারায় আদালত সংশ্লিষ্ট পক্ষকে যথাক্রমে, যাহাকে বা যাহার কল্যাণের উদ্দেশ্যে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাহার পক্ষে আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে; এবং এইরূপ ক্ষতিপূরণের অর্থ, ব্যয় ও খরচ কর্তনপূর্বক, বিবাদীর নিকট হইতে অনাদায়ী খরচসহ, উপরোল্লিখিত পক্ষগণ বা কোন এক পক্ষের মধ্যে আনুপাতিক হারে বা ডিক্রী মোতাবেক বন্টন করিতে হইবে।

২। **একাধিক মামলা দায়ের করা যাইবে না**।—একই অভিযোগের বিষয়ে একের অধিক মামলা দায়ের করা যাইবে না।

সম্পত্তির ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।—অনুরূপ কার্যধারায় বা মামলায় উল্লিখিত অন্যায় কার্য, অবেহেলা বা ত্রুটির কারণে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির আর্থিক ক্ষতি হইলে মৃত ব্যক্তির নির্বাহক, প্রশাসক অথবা প্রতিনিধি তজ্জন্য ক্ষতিপূরণের দাবী অন্তর্ভুক্ত করিতে ও উক্ত অর্থ আদায় করিতে পারিবেন, এবং উক্ত আদায়কৃত অর্থ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

৩। **বাদী তথ্য, ইত্যাদি সরবরাহ করিবেন**।—বাদী এই ধরণের কার্যধারা বা মামলার আর্জিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের অথবা, যাহার যাহাদের পক্ষে, অনুরূপ কার্যধারা বা মামলা দায়ের করা হয় উহার পূর্ণ তথ্য, এবং আদায়যোগ্য ক্ষতিপূরণের দাবীর প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করিবেন।

৪। **ব্যাখ্যা সম্বলিত অনুচ্ছেদ**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি না হইলে, নিম্নবর্ণিত শব্দ এবং অভিব্যক্তিসমূহের একই অর্থ বুঝাইবে, অর্থাৎ "ব্যক্তি" শব্দটি রাজনৈতিক দল বা বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে; এবং 'মাতা-পিতা" শব্দটি মাতা ও পিতা এবং দাদা ও দাদী অন্তর্ভুক্ত করিবে; এবং "শিশু" শব্দটি পুত্র ও কন্যা এবং পৌত্র ও পৌত্রী এবং বৈমাত্রেয় পুত্র ও বৈমাত্রেয় কন্যাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে।"।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আনোয়ার হোসেন
সহকারী সচিব (মুদ্রণ ও প্রকাশনা)।

মোঃ নূর-নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।